স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান

সফর মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১০ সফর ১৪৪৬ হিজরী, ১৬ আগস্ট ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৫০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ সফর মাসের ১০ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। গতকাল ছিল ১৫ই আগস্ট, আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। তাই আজ আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ ! বিশেষকরে ভারত স্বাধীনে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা বালাদের ১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ

“কাউকে স্বাধীনতা প্রদান করা অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা (হল মহা নেকীর কাজ)।”

আমরা লক্ষ্য করি, এখানে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মানুষদের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। গোলাম আযাদ করা, কাউকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা ও পরাধীন মানুষদেরকে স্বাধীন করা আল্লাহর নিকট মস্তবড় নেকীর কাজ। বোঝা গেল, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করুক, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এটাই চান। অতএব, যারা স্বাধীন সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা করে, যারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম করে, তারাই প্রকৃত সমাজসেবী ও শান্তির অগ্রদূত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লক্ষ্য করুন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্টে আমাদের এই ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছিল। যারা সে সময় ইংরেজ যালেমদের অত্যাচার থেকে এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম

করেছিলেন, নিশ্চয় তাঁরা ধন্য। তাঁরা আমাদের কাছে চিরবরেণ্য। আমরা আজ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বলছে, প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের বুকে ভারত একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। এখানকার মাটি খুবই উর্বর। খাদ্য-শস্য ও ফল-ফসল এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য এখানে ছিল বড় বড় কল-কারখানা। সুদক্ষ কারিগর দ্বারা উন্নত মানের কাপড় ও অন্যান্য আসবাব-পত্র তৈরি হত এই ভারতবর্ষে। পৃথিবীর সকল দেশে এখানকার পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল ব্যাপক। গোটাবিশ্ব খুব আগ্রহের সাথে এখনকার দ্রব্য কেনাকাটা করত।

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর লেখা ‘নকশে হায়াত’ নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, প্রাচীনযুগে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত এবং ভারতীয়দের স্বচ্ছল জীবনযাপন এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, সেকেন্দার বাদশা যখন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ইরানের রাস্তা দিয়ে

ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন তিনি নিজের সেনা-বাহিনীকে বলেছিলেনঃ " তোমরা এখন সোনার দেশ ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা শুরু করছ, যার ধন-ভাণ্ডার কখনও শেষ হয় না। আর তোমরা ইরানে যা দেখেছ, ভারতের ধন-সম্পদের সাথে তার কোন তুলনাই হয় না।"

আমরা জানি, প্রাচীন ভারতে সোনা ও রুপোর মুদ্রা চালু ছিল। ভারতবাসীরা নিজেদের পন্য দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশীদের কাছ থেকে সোনা-রুপো গ্রহণ করত। অথচ দেশের সোনা বাইরের দেশে খুবই কম পাঠাত। এভাবে ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল সোনার দেশ।

ইংরেজদের ভারত দখলঃ

যেহেতু বিশ্বের বুকে ভারত ছিল একটি উন্নত দেশ, এখানকার সোনা-রুপো ও পণ্য দ্রব্য ছিল বিশ্ববিখ্যাত, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনা-কাটার জন্য ভারতে আসত।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে একদল ইংরেজ ভারতে এসেছিল। আমাদের

ভারতবাসীরা শুরু থেকেই ছিল সরল ও অতিথিপরায়ন। তাই তারা বহিরাগত ইংরেজদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ভারতবাসীদের এই সরলতার সুযোগে ইংরেজরা ভারতে খুব সহজে ও ভালভাবে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

১৫৯৯ সালেই ইংরেজরা এই ভারতে বসে বিশ্বের পূর্বদেশগুলিতে নিজেদের ব্যবসা চালু করার জন্য একটি কোম্পানি স্থাপন করেছিল। যার নাম ছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা সর্বপ্রথম একটি বাণিজ্য জাহাজ ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এনেছিল। তারপর তারা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে জোরকদমে গুজরাতে কারবার শুরু করেছিল। আর এর জন্যে তারা বাদশার কাছ থেকে খুব চালাকি করে কিছু সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছিল। এভাবে পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তারা ব্যবসা চালু করেছিল।

অবশেষে, ১৬৩৪ সালে বাদশাহ শাহজাহানের আমলে আমাদের এই বাংলায় ব্যবসা করার জন্য

বাদশার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। তারা ১৬৪০ সালে হুগলী জেলায় একটি বড় কারখানা তৈরি করেছিল। পরে ১৬৯০ সালে সেটা কলকাতায় নিয়ে আসে।

ইংরেজরা বিদেশ থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে এসে দিন দিন উন্নতি লাভ করতে থাকে। এমনকী আস্তে আস্তে তারা কর্মচারি হিসেবে দেশ পরিচালনার কাজে অংশ নিতে থাকে। পরিশেষে, তারা কিছু সরল ও স্বার্থবাজ ভারতবাসীদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে ভারতের রাজত্ব দখল করে ফেলেছিল। আর তারপর তারা পর্যায়ক্রমে ভারতবাসীদের উপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার করতে শুরু করে।

পলাশীর যুদ্ধঃ

ইংরেজরা জানত, সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র হল বাংলা। আর বাংলার মধ্যে বিশেষকরে কলকাতা এমন এক জায়গা, যেখান থেকে সমুদ্র পথে তাদের দেশ ইংল্যান্ডে যাতায়াতের খুব সুবিধা আছে। তাই তারা কলকাতায় ঘাঁটি তৈরি করার পরিকল্পনা করে একটি

কেল্লা তৈরি করতে চেয়েছিল। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। তিনি ইংরেজদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাদের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে তাদের উদ্দেশ্য বানচাল করে তাদের নির্মীয়মান কেল্লা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন। ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করলে নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাদের উপর আক্রমণ করেন এবং ভীষণভাবে তাদেরকে পরাস্ত করেন। তখন ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত না করলে তাদের উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। তাই তারা সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। মনে রাখবেন, নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সড়যন্ত্রে সাহায্য করেছিল আমাদের এ দেশেরই কিছু স্বার্থবাজ লোক। যেমন তখনকার যুগে বাংলার বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ, কলকাতার বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ ও সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি বিখ্যাত গাদ্দার মীরজাফর।

ইংরেজরা মীরজাফরকে প্রলোভন দেখিয়ে তার সহযোগিতায় নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে শহীদ করেছিল। ১৭৫৭ সালের ২২ শে জুনের কথা। ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজুদ্দৌলার যুদ্ধ হয় নদীয়ার পলাশীর মাঠে। সে এক করুণ ইতিহাস। ইংরেজদের সৈন্য মাত্র ৩ হাজার ২ শ'। আর সিরাজুদ্দৌলার সৈন্য ছিল ৫৫ হাজার। অতএব, এখানে নবাবের পরাজিত হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা মীরজাফরের সাথে আগে থেকেই সবকিছু ঠিক করে রেখেছিল। মীরজাফরের গাদ্দারীর কারণেই সিরাজুদ্দৌলাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

পলাশীর ময়দানে ইংরেজরা যখন নবাবের সৈন্যদের ছাতুছানা করছিল, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর তখনও সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়নি। শেষমেশ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। এবার যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলে যাচ্ছে দেখে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করার

নির্দেশ জারি করেছিল। সেনাপতির কথামত সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যরা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। অথচ ইংরেজ সেনারা তখনও তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে নবাবের সৈন্যরা পালাতে বাধ্য হয়। এসব ছিল মীরজাফরের গাদ্দারীর প্রতিফল।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা নিজের রাজমহলে ফিরে আসছিলেন। এমতবস্থায় তাঁকে ইংরেজরা বন্দী করে। পরিশেষে তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। এভাবে ইংরেজ ও তাদের দালালদের চক্রান্তে স্বাধীন বাংলা হয়ে যায় পরাধীন। এরপর ইংরেজরা নবাবের কোটি কোটি টাকার সোনা-রুপো লুট করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। তারপর সেগুলি নিজেদের দেশ ইংল্যান্ডে পাচার করে।

অতঃপর, ১৭৫৭ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইংরেজদের সাথে অনেক যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কোথাও তাদেরকে পরাস্ত করা যায় নি। কেননা, তখন তারা শক্তিশালী হয়ে গোটা ভারতবর্ষ কব্জা করে ফেলেছিল।

বালাকোটের যুদ্ধঃ

প্রিয় দেশবাসী ! ইংরেজরা যখন কলা-কৌশলে ভারতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল আর এখানকার রাজা-বাদশাদের পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল, তখন ১৮০৩ সালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা করেছিলঃ "বান্দা আল্লাহর, দেশ বাদশার, হুকুম চলবে কোম্পানি বাহাদুরের।"

কুখ্যাত ইংরেজদের এ ঘোষণাকে সে সময় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে মহামনিষী, তিনি হলেন শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ)। তিনি ইংরেজদের এ ঘোষণার প্রতিবাদে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে যাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন

সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ প্রমুখ উলামাগণ।

সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভী ভারতবাসীদেরকে জাগ্রত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিল। তিনি এমন বিচক্ষণতার সাথে সংগ্রামের পরিবেশ করেছিলেন যে, ইংরেজরা প্রথম প্রথম তাঁকে উপলব্ধি করতে পারিনি।

সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভীর সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম সকলেই সাড়া দিয়েছিল। তাঁর তোপখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন হিন্দু। যার নাম ছিল রাজারাম রাজপুত।

সম্মানিত উপস্থিতি ! পরবর্তীতে ইংরেজরা সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভীর মহাআন্দোলনের কথা জানতে পেরে তাঁর বিরুদ্ধে এই ভারতবর্ষের এক গাদ্দারকে খাঁড়া করেছিল। ইংরেজদের নীতি হল "লড়াও ও রাজিত্ব কর"। তারা নিজেদের এই স্বভাবগত নীতির কারণে সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভীর এই স্বাধীনতা

সংগ্রামের মুকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের শিখ মহারাজা রঞ্জিত সিং-কে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছিল এবং তারই কাঁধে বন্দুক রেখে সংগ্রামীদের বুকে গুলি চালিয়েছিল।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের কথা। বালাকোটের ময়দানে যুদ্ধ হয়েছিল। সৈয়দ আহমাদ রায়ব্রেলভী (রহ) ইংরেজ দোসর রঞ্জিত সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) শহীদ হয়েছিলেন।

শামলীর যুদ্ধঃ

স্বাধীনতার ৯০ বছর আগের কথা। ১৮৫৭ সালে উত্তর প্রদেশের শামলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা ফযলে হক, মাওলানা কাসিম নানোতাবী, হাফিয যামীন শহীদ, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী প্রমুখ উলামাগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। শামলীর এ যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হন। বহু উলামা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

ইংরেজরা শামলী যুদ্ধের সেনাপতি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। তাই তিনি ভারত থেকে হিজরত করে মক্কা শরীফে চলে গিয়েছিলেন। এজন্যই তাঁকে 'মুহাজিরে মক্কী' বলা হয়।

তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হয়েছিল। একসময় ইংরেজরা ঘোষণা করেছিল, দাড়ি রাখলে কর দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন শহীদ তিতুমীর। আমরা তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' সংগ্রামের কথা শুনেছি। মীর নেসার আলী (রহ) তিতুমীর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিয এবং মস্তবড় আল্লাহর ওলী। উত্তর ২৪ পরগনার নারকেল বেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা তৈরি করে যুদ্ধ করেছিলেন। শেষমেশ তিনি শহীদ হন।

যাইহোক, ইংরেজরা দিনের পর দিন ভারতবাসীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে থাকে। আর এদিকে অসংখ্য দেশপ্রেমিক মানুষেরা ইংরেজদের অত্যাচার

থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য আন্দোলন করতে থাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যালেম ইংরেজদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অবশেষে, ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট আমাদের এ দেশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সমস্ত বীর মুজাহিদ উলামা স্বাধীন ভারত দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা আবূল কালাম আযাদ, মাওলানা হিফযুর রহমান, প্রমুখ।

আমরা যাঁদের সংগ্রামের ওসিলায়, যাদের শাহাদাতের বরকতে স্বাধীনতা পেয়েছি, আজ আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)